- বর্ষ ২০২৫
- সংখ্যা ০১
- জানুয়ারি- মার্চ

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২৪ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

ঘাসফুলের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিধি বাড়ানোর তাগিদ

তরুণদের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে বক্তারা তথ্যপ্রযুক্তি, উদ্ভাবনী চিন্তা, স্টার্টআপ সংস্কৃতি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের ওপর জোর দেন। তারা বলেন, শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, বরং সফট স্কিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ ও কর্মক্ষম করে তুলতে হবে। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে "ইনোভেশন ল্যাব", "টেকনো ক্লাব" বা "ইয়ুথ স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মতো কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পরামর্শও উঠে আসে। সভায় বক্তারা আরও বলেন, ঘাসফুলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের দিকগুলোকে আরও সুস্পষ্টভাবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে নারী, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

চট্টগ্রামের চান্দগাঁও আবাসিক এলাকাস্থ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে ১১ জানুয়ারি ২০২৫, শনিবার সকাল ১১টায় ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হলো ঘাসফুলের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা। সভায় সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন ঘাসফুলের চেয়ারম্যান, চবি সিনেট সদস্য এবং বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী। তিনি ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাস তুলে ধরে এর অগ্রযাত্রায় যাঁরা শ্রম ও মেধা দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ছত্রিশ জুলাইর ছাত্র জনতার অভুত্থানের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং প্রয়াত সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা

পরাণ রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী; নানা আয়োজনে শ্রদ্ধা ও স্মরণ

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা, সমাজসেবী শামসুন্নাহার রহমান পরাণ-এর ১০ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয় দোয়া মাহফিল, স্মৃতিচারণ ও জনসেবামূলক কর্মসূচি।

সকাল ১০টায় চট্টগ্রামের চাঁন্দগাঁওস্থ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল। এতে অংশ নেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, সাদিয়া রহমান, সহকারী পরিচালক মো. শামসুল হক-সহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। দোয়া পরিচালনা করেন হিসাব বিভাগের ব্যবস্থাপক মোস্তফা জামাল উদ্দিন।

বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ভোরে ঢাকাস্থ আজিমপুর গোরস্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ, চট্টগ্রামে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়, পরাণ রহমান স্কুল ও বাওয়া শিশু সদনে এবং নওগাঁর নিয়ামতপুরে তিনটি পৃথক আলোচনা ও স্মরণসভা, দুটি স্থানে এতিমদের মধ্যাহ্নভোজ এবং হাটহাজারীতে স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের দশম মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা ও স্মরণ করা হয়। এদিন দেশের বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় পরাণ রহমান স্মরণে উপসম্পাদকীয় ও সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরাণ রহমান ১৯৭২ সালে ঘাসফুল প্রতিষ্ঠা করেন। উন্নয়নকর্মী, শিক্ষক, লেখক, সমাজসেবী, অধিকারকর্মী, নারীনেত্রী - নানা পরিচয়ে সফল এক বর্ণাঢ্য জীবন শেষ করে তিনি ২০১৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ইহজগত ত্যাগ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঘাসফুল এখন দেশের আটটি জেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু বিকাশ, যুব উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, উদ্যোক্তা তৈরীকরণ, আইনি সহায়তা, প্রবীণ কল্যাণ, নিরাপদ কৃষি, মানবাধিকার, পরিবেশ রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলা-সহ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন ইস্যুতে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিধি বাড়ানোর তাগিদ... ১ম পৃষ্ঠার পর

ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক অবসর প্রাপ্ত সচিব মাফরুহা সুলতানা সভায় গত এক বছরের কার্যক্রম ও অগ্রগতি রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী তাঁর বক্তব্যে ঘাসফুলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে অবহিত করেন। সভায় বক্তারা বলেন, ঘাসফুল শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রিক নয়, বরং তার কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে দেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম অঞ্চল পর্যন্ত। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য ঘাসফুল যে সেবামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে, তা নিঃসন্দেহে দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

বিশেষ করে কৃষিখাতে কৃষকদের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ, উন্নত বীজ, জৈবসার ও কৃষি উপকরণ সহায়তা, খামারভিত্তিক উদ্যোগ এবং বাজার সংযোগে সহায়তার মাধ্যমে ঘাসফুল গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তিকে শক্তিশালী করছে। নিরাপদ কৃষি, নিরাপদ পোলট্রি, নিরাপদ আমচাষ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক কাজ করছে ঘাসফুল। একই সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বঞ্চিত শিশুদের জন্য বিকল্প শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা, শিশু বিকাশ কার্যক্রম, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি সচেতনতা ও ক্লিনিক সেবা নিশ্চিত করে সংস্থাটি স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বক্তারা আরও বলেন, বর্তমান সময়ে কৃষকদের জন্য সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কৃষিচর্চা, জৈবসার ব্যবহার ও সাশ্রয়ী সেচ ব্যবস্থার প্রসার, খরা মোকাবেলা, দুর্যোগ মোকাবেলা খুবই জরুরি। ঘাসফুল এসব বিষয়েও নিবিড়ভাবে কাজ করছে। তরুণদের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করতে বক্তারা তথ্যপ্রযুক্তি, উদ্ভাবনী চিন্তা, স্টার্টআপ সংস্কৃতি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের ওপর জোর দেন। তারা বলেন, শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, বরং সফট স্কিল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ ও কর্মক্ষম করে তুলতে হবে। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে "ইনোভেশন ল্যাব", "টেকনো ক্লাব" বা "ইয়ুথ স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মতো কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পরামর্শও উঠে আসে।

সভায় বক্তারা আরও বলেন, ঘাসফুলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের দিকগুলোকে আরও সুস্পষ্টভাবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে নারী, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সবশেষে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ঘাসফুল তার বহুমুখী কার্যক্রম ও উদ্ভাবনী চিন্তাধারার মাধ্যমে আগামীদিনে সমাজে আরও দৃশ্যমান পরিবর্তন আনবে এবং দেশের উন্নয়নে আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান শিব নারায়ণ কৈরী, কোষাধ্যক্ষ কে.এ.এম মাজেদুর রহমান, সাবেক মুখ্যসচিব ড. আবদুল করিম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ইমেরিটাস প্রফেস ড. এম. এ. সাত্তার মন্ডল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, শিক্ষাবিদ ও সাবেক যুগ্মসচিব প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম, পারভীন মাহমুদ এফসিএ এবং অডিট ফার্ম হোসেন ফারহাদ এর প্রতিনিধি পরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম এসিএ। সভায় ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শাহানা বেগম, সাধারণ পরিষদ সদস্য কবিতা বড়ুয়া, সমিহা সলিম, ইয়াসমিন আহমেদ, মো. ওয়াহিদুজ্জামান, জেরিন মাহমুদ হোসেন সিপিএ এফসিএ, ঝুমা রহমান ও জাহিদা ইস্পাহানি। সভায় ঘাসফুলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও উপস্থিত / সংযুক্ত ছিলেন।

ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী; নানা আয়োজনে শ্রদ্ধা ও স্মরণ... ১ম পৃষ্ঠার পর

প্রথম প্রহরে তাঁর কবরস্থানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল উপপরিচালক জয়ন্ত কুমার বসু, সহকারী পরিচালক মো. নাছির উদ্দিন, এরিয়া ম্যানেজার মো. মকছুদুল আলম কুতুবী, শাখা ব্যবস্থাপক মো. ইসরাইল হোসেন ও মো. কিরণ মিয়া।

একইদিনে চট্টগ্রামের ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুল এবং নন্দনকানস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি পরিচালিত শিশু সদনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল। পরে শতাধিক এতিম শিশু ও শিক্ষকদের জন্য পরিবেশিত হয় মধ্যাহ্নভোজ।

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর এরিয়া অফিসেও আয়োজন করা হয় দোয়া মাহফিল ও স্মৃতিচারণ। মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেয় ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের ১০ জন এতিম শিশু ও কর্মরত কর্মকর্তারা। স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য দেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক সাইদুর রহমান খান ও এরিয়া ম্যানেজার মো. আনোয়ার হোসেন।

মৃত্যুবার্ষিকীতে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের হাটহাজারীর ছিপাতলী ইউনিয়নে দিনব্যাপী স্বাস্থ্যক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল-সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত ক্যাম্পে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ মোট ১২৯ জন সাধারণ মানুষ চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন। উক্ত ক্যাম্পে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এভারকেয়ার হাসপাতালের ডা. জাহানারা বেগম ও ডা. মো. ইকবাল হোসেন। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ক্যাম্পটি পরিদর্শন করেন।

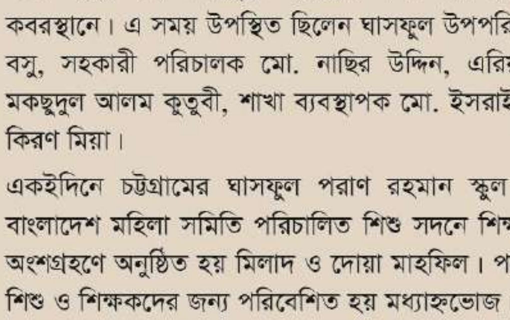

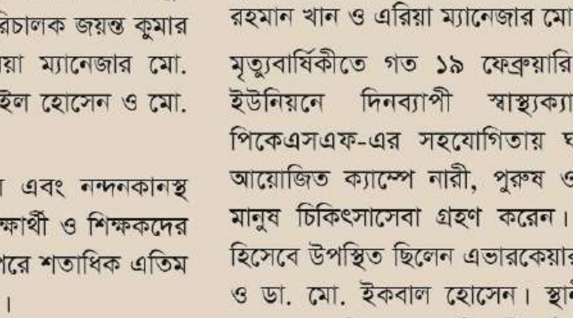

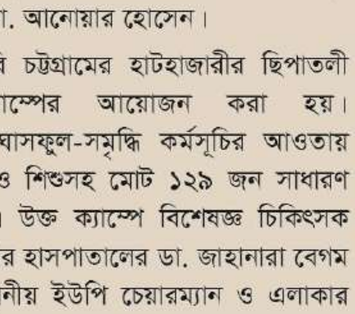

ঘাসফুলের উদ্যোগে ৩০ জন দরিদ্র সদস্যের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

ঘাসফুলের ব্যবস্থাপনায় এবং এক্সিম ব্যাংক, ইপিজেড শাখার আর্থিক সহায়তায় চট্টগ্রাম নগরীর ঈশানমিস্ত্রির হাট এলাকায় ঘাসফুল মধ্যম হালিশহর শাখার ত্রিশজন দরিদ্র সদস্যের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়। গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এক্সিম ব্যাংক-ইপিজেড শাখার ম্যানেজার জনাব কাজী ওমর এলাহি। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (অপারেশন) মোঃ ফরিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক মোঃ শামসুল হক, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং শাখা ব্যবস্থাপক শুভজিৎ ঘোষ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তারা সহায়তা প্রদানের জন্য এক্সিম ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। কম্বল বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শীতার্তদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রফেসর ড. জয়নাব বেগমের একুশে স্মারক সম্মাননা অর্জন

ঘাসফুলের নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম 'একুশে স্মারক সম্মাননা ২০২৫' অর্জন করেছেন। তাঁকে এ সম্মাননা প্রদান করে সাংস্কৃতিক সংগঠন সন্দীপনা কেন্দ্রীয় সংসদ, বাংলাদেশ। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রফেসর ড. জয়নাব বেগমের হাতে এ স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, দৈনিক আজাদী পত্রিকার সম্পাদক এম. এ মালেক এবং সন্দীপনা কেন্দ্রীয় সংসদের নেতৃবৃন্দ।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমাজসেবা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রফেসর ড. জয়নাব বেগমের অবদানকে সম্মান জানাতেই তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। তাঁর এই অর্জনে ঘাসফুল পরিবার গর্বিত ও আনন্দিত।

এফএনবি-চট্টগ্রাম কার্যালয়ে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি)-চট্টগ্রাম জেলার পক্ষ থেকে ২৩ মার্চ ২০২৫, রবিবার, এফএনবি'র চান্দগাঁওস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে জেলার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এফএনবি-চট্টগ্রাম এর সভাপতি ও ঘাসফুলের সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এফএনবি-চট্টগ্রামের সাধারন সম্পাদক ও বুরো বাংলাদেশের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মো. আব্দুস ছালাম, কোষাধ্যক্ষ ও অপকার নির্বাহী পরিচালক মো. আলমগীর, নির্বাহী সদস্য ও ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়কারী ইনামুল হাসান, টিএমএসএস'র জেডি মো. আব্দুর রাজ্জাক, সাজেদা ফাউন্ডেশনের মো. ইউসুফ আলী, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের জেডএম মো. জাকির হোসেন এবং পদক্ষেপের সহকারী পরিচালক উত্তম কুমার সরকার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএসএস'র প্রতিনিধি ও এফএনবি কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মো. মনিরুজ্জামান, পপি'র তাজউদ্দিন আহম্মদ, বুরো বাংলাদেশের মো. ইকবাল হায়দার ও ফারুক আহম্মেদ, স্কাসের নির্বাহী পরিচালক মারুফ বিল্লাহ জাবেদ, আশা'র রেজাউল মামুন, কোডেকের আবদুল্লাহ আল আদনান, টিএমএসএস'র মো. ইসমাইল হোসেন এবং ঘাসফুলের প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম। সভাপতির বক্তব্যে জনাব জাফরী বলেন, "উন্নয়ন সংস্থাগুলোর এ প্ল্যাটফর্ম চট্টগ্রামসহ সারাদেশে সদস্য সংস্থাগুলোর এডভোকেসি ও অধিকার উন্নয়নে কাজ করছে। কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

ইনাফি নির্বাহী ও পরামর্শক বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎ: নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কার্যকর সংলাপ

ইনাফি বাংলাদেশ-এর গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরীর নেতৃত্বে ইনাফি নির্বাহী বোর্ড ও এডভাইজারি বোর্ডের সদস্যরা ২০২৫ সালের ০৫ ও ১৯ মার্চ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

গত ০৫ মার্চ তারা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন-এর সঙ্গে এবং ১৯ মার্চ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব নাজমা মোবারকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

সাক্ষাৎকালে তারা এনজিও খাতের চলমান প্রেক্ষাপট, নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিতভাবে কাজ করার বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন। আলোচনায় ইনাফির বোর্ড সদস্য হিসেবে ঘাসফুল-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী উপস্থিত ছিলেন।

এ ধরনের উচ্চপর্যায়ের সংলাপ নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে উন্নয়ন খাতের কার্যক্রম আরও কার্যকর ও সমন্বিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।

চট্টগ্রামের তথ্য মেলায় ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে "তথ্যই শক্তি: জানবো, জানাবো, দুর্নীতি রুখবো" প্রতিপাদ্য নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও জেলা প্রশাসন চট্টগ্রামের আয়োজনে ১৫-১৬ জানুয়ারী ২০২৫ দুই দিনব্যাপী তথ্য মেলায় ঘাসফুল অংশগ্রহণ করে।

মেলার উদ্বোধনী আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মাহবুবুল হক। এ সময় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ অতিথিরা মেলায় স্থাপিত ঘাসফুলের স্টল পরিদর্শন করেন।

মেলায় উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাসেল পিপিএম সেবা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক খোন্দকার জাকির হোসেন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক আতিয়া চৌধুরী, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সহকারী পরিচালক মহেন্দ্র চাকমা, ব্র্যাকের বিভাগীয় সমন্বয়কারী নজরুল ইসলাম মজুমদার, ওয়ার্ল্ডভিশনের প্রধান জনি রোজারিও এবং উষার পিযুস দাশ গুপ্তসহ অনেকে। মেলায় সরকারি ও বেসরকারি ৪০টি স্টল স্থাপিত হয়।

ইয়ুথ ক্যারিয়ার এক্সপোতে ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

২১ জানুয়ারি চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ইয়ুথ ক্যারিয়ার এক্সপোতে ঘাসফুল অংশহগ্রহন করে। ঘাসফুলের স্টলে চাকরি প্রার্থীদের উচ্ছ্বাস মুখর ভিড় দেখা যায়। ইয়ুথ ক্যারিয়ার এক্সপো একটি বিশেষ ইভেন্ট, যেখানে চাকরী প্রার্থীদের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি যুক্ত করবে ক্যারিয়ার হাব। ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে চাকরী প্রত্যাশীরা জেনে নেয় চাকরির বাজারের সব প্রয়োজনীয় তথ্য এবং তারা পছন্দের প্রতিষ্ঠানে সিভি জমা দেওয়ার সুযোগও পায় এই আয়োজনের মাধ্যমে।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

২১শে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে চট্টগ্রাম শহীদ মিনারে ঘাসফুল পরিবার এর পক্ষ থেকে পুশপস্তবক অর্পণ করা হয়।

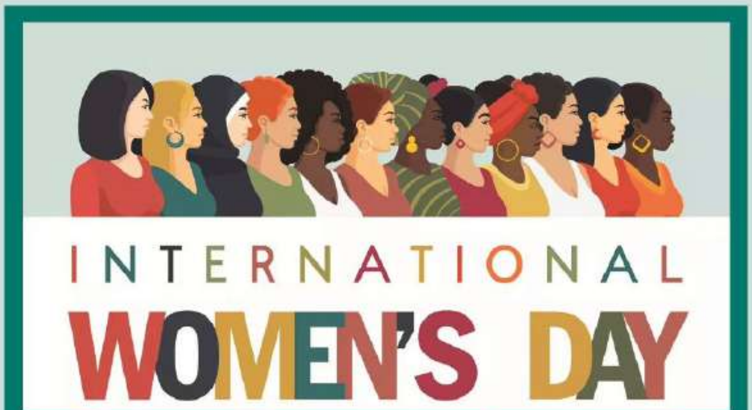

নারীর পেছনে বিনিয়োগ মানেই জাতির সামনে গতিঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ও ভবিষ্যৎ ভাবনা

৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসটি শুধু একটি প্রতীকী দিন নয়, এটি বিশ্ব সভ্যতার সেই চিরন্তন সংগ্রামের দিন, যেদিন নারীরা বারবার দাবি জানিয়েছেন নিজের মর্যাদা, অধিকার, সমতা ও সুযোগের। আর ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত এবারের প্রতিপাদ্য, ওহাবংঃ রহ ডড়সবহঃ অপপবষবৎধঃব চৎড়মৎবংংড়সরাসরি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, নারীর উন্নয়নকে আর বিলাসিতা বা গৌণ বিষয় হিসেবে ভাবার সুযোগ নেই। এটি এখন বৈশ্বিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং টেকসই সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত।

বাংলাদেশে নারীর অগ্রযাত্রা নিঃসন্দেহে চোখে পড়ার মতো। দেশের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে নারী রয়েছেন। নারী শিক্ষার হার বেড়েছে, স্বাস্থ্যসেবায় নারীর প্রবেশাধিকার বেড়েছে, বস্ত্র শিল্প, স্বাস্থ্যখাত, প্রশাসন, এমনকি বৈদেশিক কর্মসংস্থানেও নারীরা দৃঢ় অবস্থান তৈরি করছেন। কিন্তু এই অর্জনের পেছনের গল্পটি কি সর্বাঙ্গীন? নাকি এর মধ্যে অগণিত অপ্রকাশিত চাপা কান্না, নির্যাতন, অবহেলা ও বঞ্চনার গল্প রয়ে গেছে?

একটা সমাজ তখনই অগ্রসর হয়, যখন তার সব সদস্য সমানভাবে সুযোগ ও মর্যাদা পায়। আর নারীর প্রতি বিনিয়োগ মানে শুধু আর্থিক সহায়তা নয়; এর গভীরতর মানে আছের্ড়নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নেতৃত্বে অংশগ্রহণ এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতায় নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় দেখা যায়, নারী নেতৃত্বের উপস্থিতি থাকলেও অধিকাংশ সময় তা প্রতীকি রূপে সীমাবদ্ধ। অনেক ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা স্বামী বা পুর ষ আত্মীয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, যাঁদের 'সংসদের বাইরের সংসদ সদস্য' বলা হয়ে থাকে। আবার কর্মক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি প্রায়শই 'গাস সিলিং'-এর সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে, উচ্চপদে উঠতে গিয়ে তাঁরা সম্মুখীন হন বৈষম্য, পুর ষতান্ত্রিক মানসিকতা, এমনকি অনুপযুক্ত পরিবেশের।

নারীর প্রতি সহিংসতা আজো মহামারি হয়ে রয়ে গেছে। ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, পারিবারিক নির্যাতন, ইভটিজিং, সাইবার বুলিং, পণের জন্য হত্যাড়এই শব্দগুলো আজ যেন অভ্যস্ততাজনক সংবাদ হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালে সারাদেশে প্রায় ২০,০০০ নারী নির্যাতনের মামলা দায়ের হলেও বিচারের হার ছিল অত্যন্ড় নগণ্য। আইন থাকলেও কার্যকর প্রয়োগ ও তদন্ত প্রক্রিয়ার দুর্বলতায় ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন অসংখ্য নারী।

শিক্ষা খাতে অগ্রগতি হলেও এখনও প্রায় ৪০ শতাংশ কন্যাশিশু মাধ্যমিক পর্যায়ের আগে স্কুল ত্যাগ করে। কারণ হিসেবে উঠে আসে বাল্যবিবাহ, নিরাপত্তার অভাব, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংকট, কিংবা পরিবারের আর্থিক অক্ষমতা। অথচ একটি শিক্ষিত নারী মানেই একটি শিক্ষিত প্রজন্ম, একটি সুশৃঙ্খল জাতি।

বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বাড়লেও তাঁদের বেশিরভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্তড়যেখানে নেই সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কিংবা পেনশন সুবিধা। গার্মেন্টস খাতে লাখ লাখ নারী শ্রমিক যাঁরা দেশের রপ্তানি আয়ের বড় অংশ নিশ্চিত করেন, তাঁরাই এখনো কর্মক্ষেত্রে সম্মান, সুরক্ষা ও ন্যায্য মজুরি পান না।

আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে নারীর ডিজিটাল বিভাজন। প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে বাংলাদেশি নারীদের এক বিশাল অংশ এখনো ইন্টারনেট, স্মার্টফোন বা অনলাইন ব্যাংকিং সেবার বাইরে রয়ে গেছে। ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁরা হয়রানি, তথ্যপ্রযুক্তি অজ্ঞতা, সামাজিক বাধা ও পারিবারিক নিরুৎসাহের শিকার হন। এর ফলে তাঁদের উদ্যোক্তা হওয়ার সম্ভাবনা ও প্রযুক্তি নির্ভর চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ সীমিত হয়ে যায়।

এনজিও এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহু সংস্থা দেশে নারীর স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, আইনগত সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে নিরলস কাজ করছে। কিন্তু তাদের কর্মসূচিগুলো প্রায়ই প্রকল্প-নির্ভর, যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। তাই সরকারের উচিত তাদের সঙ্গে যৌথভাবে কার্যকরী নীতি নির্ধারণ, রিসোর্স শেয়ারিং এবং বাস্ড়বায়ন কাঠামো গঠন করা।

সরকারি পর্যায়ে জাতীয় বাজেটে 'নারীবান্ধব বরাদ্দ' ক্রমবর্ধমান হলেও এর যথাযথ বাস্ড়বায়ন এখনো নিশ্চিত হয়নি। অনেক সময় এই বরাদ্দ প্রকল্প বাস্ড়বায়নে রাজনৈতিক প্রভাব, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে অপচয়ের শিকার হয়। নারীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বরাদ্দকে বাধ্যতামূলক ও জবাবদিহিমূলক করতে হবে।

এক্ষেত্রে কিছু সুপারিশও অত্যন্ত জরুরিঃ

নারীর প্রতি সহিংসতা নিরসনে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়ানো এবং ডিজিটাল প্রমাণ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

গ্রামীণ ও পাহাড়ি অঞ্চলে নারী শিক্ষা নিশ্চিত করতে উপবৃত্তি, স্যানিটারি প্যাড ও নিরাপদ বিদ্যালয় পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

নারীর কর্মস্থলে ডে-কেয়ার সেন্টার, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, সমান মজুরি ও পদোন্নতিতে সমান সুযোগ।

প্রযুক্তি ও আইটি খাতে নারীর প্রবেশ বাড়াতে মেয়েদের জন্য স্কলারশিপ, ফ্রি কোডিং ক্লাস ও স্টার্টআপ ফান্ডিং চালু।

প্রান্তিক নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ, অনলাইন মার্কেটিং ট্রেনিং এবং জাতীয় স্তরে বাজার সংযোগ।

মিডিয়ায় নারীর ইতিবাচক, প্রগতিশীল ও বৈচিত্রপূর্ণ উপস্থাপন।

সবশেষে, নারী দিবস কেবল নারীদের দিন নয়, এটি একটি জাতির সামনে দাঁড়িয়ে আত্মসমালোচনার দিন। আমরা কি সত্যিই নারীর প্রতি দায়িত্বান? আমরা কি তাঁর সম্ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল? আমরা কি সত্যি চাই নারীর পেছনে বিনিয়োগ করতে?

কারণ, নারীকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু না বানাতে পারলে জাতি হিসেবে আমরা নিজেই পিছিয়ে যাব। নারী নয়, আমাদেরই বিনিয়োগ প্রয়োজন ভবিষ্যতের দিকে। নারী নয়, আমাদেরই প্রয়োজন পুনরায় ভাবাড়ভীভাবে একটি সুস্থ, সচেতন, টেকসই বাংলাদেশ গড়া যায় যেখানে নারীর গতি মানেই জাতির অগ্রগতি।

চিকেন কুপ মডেলে দেশি মুরগির চাষ: ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রযুক্তির মেলবন্ধন

(A Smart Poultry Solution for Sustainable and Safe Meat Production)

বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনধারায় দেশি মুরগি পালন একসময় ছিল একটি অবিচ্ছেদ্য চিত্র। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই উঠানে দেখা যেতো একেকটি মা মুরগি ছানা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাঁস-মুরগি মিলেমিশে চলতো, তাদের খাদ্য ছিল প্রাকৃতিক; ভাত, ভুষি, ধান বা চালের খুদ। কখনো কোনো মেডিসিন, কেমিক্যাল, বা কৃত্রিম ফিডের প্রয়োগ ছিল না। মুরগিগুলো বন-বাদাড়ে ঘুরে, মাটি খুঁড়ে, ঘাস খেয়ে, প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠতো। ওজনে কম হলেও এদের মাংস ছিল সুস্বাদু, ঘ্রাণযুক্ত এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর।

প্রায় প্রতিটি পরিবারের উঠোনজুড়েই দেখা যেতো দেশি মুরগির পদচারণা। ডিম ও মাংসের চাহিদা পারিবারিকভাবেই মিটে যেতো। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে শহরের চাহিদা বাড়তে থাকে, আর চাহিদা মেটাতে ব্রয়লার ও লেয়ার জাতের মুরগির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্রুত উৎপাদনশীল হলেও এদের স্বাদ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। ফলস্বরূপ, ঐতিহ্যবাহী দেশি মুরগির অস্তিত্ব বিলীন হতে বসে।

এই বাস্তবতায় দেশি মুরগির হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে প্রয়োজন প্রযুক্তিনির্ভর এবং বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। আর সেই চাহিদা পূরণে এসেছে একটি আধুনিক, সংগঠিত ও পরিবেশবান্ধব খামারি ব্যবস্থা; 'চিকেন কুপ মডেল'। মডেলটি শুধু একটি খাঁচা নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তিনির্ভর খামার ব্যবস্থাপনা- যেখানে দেশি মুরগির বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন পদ্ধতিকে আধুনিক কৌশলের সঙ্গে মিলিয়ে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা হয়।

দেশি মুরগি সাধারণত ধীরে বাড়ে, বছরে ডিম কম দেয়, যদিও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। এধরণের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে ১৯৮০-এর দশক থেকেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে দেশি মুরগির সঙ্গে উচ্চ উৎপাদনশীল বিদেশি জাতের সংকরায়ন শুরু হয়। বাংলাদেশেও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে এই গবেষণা চালিয়ে একাধিক সংকর জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেমন: 'সোনালি', 'ফে', 'হোবোর্ড', 'নেকেড নেক'।

জাতগুলো দেশি মুরগির তুলনায় দ্রুত বাড়ে, বেশি ডিম দেয়, উৎপাদন বেশি হলেও স্বাদে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ফলে, মূল দেশি জাত সংরক্ষণ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের দিক থেকে একটি কার্যকর সমাধান খোঁজার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চিকেন কুপ মডেল একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

চিকেন কুপ হলো এক ধরনের কাঠ, বাঁশ, টিন বা জালের তৈরি ছোট আকারের ঘর বা খাঁচা, যেখানে মুরগি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পালন করা হয়। এটি একটি বায়ো-সিকিওরড সিস্টেম, যেখানে রোগজীবাণু প্রবেশের ঝুঁকি কম থাকে এবং খাদ্য, পানি ও আশ্রয়স্থল সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় থাকে।

মডেলটিতে ইনকিউবেশন থেকে শুরু করে চলাচল, খাবার-পানি সরবরাহ, বিশ্রাম, টিকাদান, প্রতিটি ধাপ একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় চলে। বাচ্চা জন্মের পর থেকেই তাদের ওজন, খাবার গ্রহণের হার, পানি পান, রোগের লক্ষণ নিয়মিত নথিভুক্ত করা হয়। এতে খামারী খুব সহজেই যে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে, মৃত্যুহার কমে।

মডেলটিতে পরিকল্পিত স্থাপনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা থাকে। যেমন প্রতি

চিকেন কুপ মডেল তৈরির ধাপসমূহ (Step-by-Step Process):

১. জায়গা নির্বাচন ও পরিকল্পনা:

উঁচু, শুকনো ও বাতাস চলাচলকারী জায়গা নির্বাচন করুন।

মডেলটি কত মুরগির জন্য হবে তা নির্ধারণ করুন (সাধারণত ১ মুরগির জন্য ২-৩ বর্গফুট জায়গা লাগবে)।

২. ডিজাইন ও ম্যাপিং:

মেঝে প্ল্যান, বসার জায়গা (roosting bars), ডিম পাড়ার বাক্স (nesting boxes), খাওয়ানোর ও পানির জায়গার ডিজাইন প্রস্তুত করুন।

পর্যাপ্ত আলো, বায়ু চলাচল ও বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩. গঠন ও নির্মাণ (Construction):

কাঠ/বাঁশ/লোহার ফ্রেম ব্যবহার করে গঠন তৈরি করা হয়।

দেয়াল সাধারণত জাল (রিৎব সবংয) দিয়ে ঘেরা হয় যাতে শত্রুপাখি ও শেয়াল ঢুকতে না পারে।

ছাদ টিন/পলিকার্বনেট শীট দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

৪. আবাসন ও আরামদায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকরণ:

শুকনো তুষ/খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হলে ফ্যান বা ইনসুলেশন ব্যবস্থা রাখা হয়।

৫. খাদ্য ও পানির সরবরাহ ব্যবস্থা:

স্বয়ংক্রিয় বা হ্যান্ড-মেইড ফিডার ও ওয়াটারার বসানো হয়।

৬. পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা:

প্রতিদিন বর্জ্য পরিষ্কার ও জীবাণুনাশক ব্যবহার করা উচিত।

দরজা তালাবদ্ধ রাখা হয় রাতে।

ফাংশানিং (Functioning) বা কার্যক্রম:

উপাদান	কাজ
Roosting Bar	রাতে মুরগির বিশ্রামের জন্য ব্যবহৃত হয়
Nesting Box	ডিম পাড়ার জন্য নির্ধারিত স্থান
Feeder	খাদ্য সরবরাহ করে
Waterer	পানির সরবরাহ নিশ্চিত করে
Flooring with Litter	বর্জ্য শোষণ করে ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে
Ventilation	বাতাস চলাচলের মাধ্যমে পরিবেশ শুষ্ক ও জীবাণুমুক্ত রাখে
Enclosure	শিকারি ও রোগ থেকে সুরক্ষা দেয়

এই মডেলটি ব্যবহার করে একটি কার্যকর ও লাভজনক ছোটখাটো বা মাঝারি আকারের মুরগির খামার গড়ে তোলা সম্ভব। প্রয়োজনে সৌরবিদ্যুৎ, স্বয়ংক্রিয় ফিডার বা আধুনিক সেন্সরও সংযুক্ত করা যেতে পারে।

৫-৬টি মুরগির জন্য প্রয়োজন ১ বর্গমিটার জায়গা।

বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন

চিকেন কুপ মডেলে দেশি মুরগির চাষ... ৭ম পৃষ্ঠার পর

কুপ স্থাপনের জন্য বেছে নিতে হয় উঁচু স্থান, যাতে পানি না জমে। কুপে অবশ্যই পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রাকৃতিক আলো প্রবেশ নিশ্চিত করতে জানালার প্রয়োজন এবং ভেন্টিলেশন ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে আদর্শ তাপমাত্রা (২১-২৪রুঈ) ও আদ্রতা (৫০-৬০%)।

সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে মুরগির জন্য স্থায়ী ফিডার ও ড্রিংকার বসানো হয়, যাতে খাদ্য ও পানির গুণগত মান বজায় থাকে। দিনে অন্তত দুইবার পানি পরিবর্তন করা হয় এবং খাদ্যে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ও খনিজ নিশ্চিত করা হয়।

এ পদ্ধতিতে সংকর ও দেশি জাত ব্যবহারের ভারসাম্য থাকে। চিকেন কুপে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে দেশি ও সংকর জাতের মুরগি। তবে বিশুদ্ধ দেশি জাত সংরক্ষণের জন্য 'ব্রিডার কুপ' আলাদাভাবে রাখা হয়। পাশাপাশি মাংসবহুল 'ইয়াছিন মোরগ' এবং সুস্বাদু 'পাহাড়ি মোরগ' নিয়ে গবেষণা করে এদের সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

এই মডেলে নিয়মিত টিকাদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। রানীক্ষেত, গামবোরা, ইনফেকশাস ব্রঙ্কাইটিস, ডায়রিয়ার মত রোগ প্রতিরোধে প্রাথমিক ও পর্যায়ক্রমিক টিকা প্রদান করা হয়। অসুস্থ মুরগিকে আলাদা কুপে রেখে চিকিৎসা দেয়া হয়, যা রোগের বিস্তার রোধে সহায়ক।

চিকেন কুপ মডেলটিতে রয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। চিকেন কুপের নিচে জমা হওয়া বিষ্ঠা সংগ্রহ করে কম্পোস্টিং পদ্ধতিতে জৈবসার তৈরি করা হয়। দুর্গন্ধ ও মশার বিস্তার রোধে প্রতি ২-৩ দিন পরপর পরিষ্কার করা হয়, যা পরিবেশবান্ধব চর্চা নিশ্চিত করে।

এ পদ্ধতিতে ডিম ও মাংসের সংগ্রহ ও সংরক্ষণেও স্বাস্থ্যবিধি মানা হয়। পরিষ্কার প্লাস্টিক ট্রেতে ডিম রাখা হয় এবং মাংস সংগ্রহ, জবাই ও প্যাকেজিং করা হয় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে, যা ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে।

চিকেন কুপ মডেলের সুফলগুলোর মধ্যে রয়েছে; মুরগি সুস্থ থাকে ও মৃত্যুহার কমে যায়, ডিম ও মাংস উৎপাদন বাড়ে, নিরাপদ ও অর্গানিক খাদ্য পাওয়া যায়, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ রক্ষা হয়, নারীদের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা বাড়ে, শহরাঞ্চলেও ছাদ কৃষিতে এ মডেল ব্যবহারযোগ্য, জলবায়ু সহনশীল ব্যবস্থা হওয়ায় তাপমাত্রার ঝুঁকি কম থাকে।

তবে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জও রয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম হলো প্রাথমিক কুপ নির্মাণ ব্যয়বহুল। প্রতিটি কুপ তৈরীতে ২০,০০০-৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়। প্রশিক্ষিত জনবল ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার ঘাটতি রয়েছে দেশে, যা খামারে মারাত্মক বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। এছাড়াও রয়েছে বাজারজাতকরণে দালালদের দৌরাত্ম ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সমস্যা। তবে জলবায়ু ও স্বাস্থ্যগত দিক থেকে মডেলটির গুরুত্ব অনেক বেশী।

খোলা খামারে হঠাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে মুরগি মারা যায়, সেখানে চিকেন কুপ একটি জলবায়ু সহনশীল মডেল, যা মুরগিকে রক্ষা করে। এভাবে অ্যান্টিবায়োটিকমুক্ত অর্গানিক খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হয় - যা মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

এক্ষেত্রে দেশের উন্নয়ন সংস্থাগুলো ব্যাপক ভুমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে পিকেএসএফ, ইফাদ, ড্যানিডা-সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার কারিগরি সহায়তায় এই মডেল বাংলাদেশজুড়ে বিস্তার লাভ করছে। উপজেলার পর উপজেলায় প্রশিক্ষণ ও ভর্তুকি দিয়ে খামারিদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

নওগাঁ জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় াসফুল-এর উদ্যোগে গড়ে তোলা মডেল কুপ একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, নারীর কর্মসংস্থান সৃজন, জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই খামার ব্যবস্থাপনায় এই উদ্ভাবনী কুপ মডেল হতে পারে বাংলাদেশের জন্য এক সম্ভাবনাময় সমাধান।

চিকেন কুপ মডেল একটি উদ্ভাবনী প্রয়াস, যা দেশের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ফিরিয়ে আনার একটি স্মার্ট উদ্যোগ। মডেলটি শুধু মুরগির খামার নয়, বরং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নারীর কর্মসংস্থান, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু সহনশীল এক টেকসই কৃষি ব্যবস্থার প্রতীকও বটে।

আমাদেও দেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন এই মডেলকে আরও সম্প্রসারিত করা, প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা বৃদ্ধি, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং গবেষণায় মনোযোগ বাড়ানো, যাতে দেশের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে নিরাপদ, পুষ্টিকর ও টেকসই খাদ্য উৎপাদনের নতুন দিগন্ত।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদযাপন

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫, অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে দিবসটি উদযাপন করা হয়। দিনের শুরুতেই শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ শহীদ মিনারের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে বিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, শহীদদের আত্মত্যাগ এবং মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় আমাদের করণীয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষার্থীরাও তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মাহমুদা আখতার বলেন, "ভাষার জন্য আত্মত্যাগ বিশ্বের ইতিহাসে বিরল - একুশ আমাদের গর্ব।"

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৫ উদযাপন

২৬শে মার্চ ২০২৫, মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়। দিনের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যেখানে তারা মুক্তিযুদ্ধ, পতাকা, শহীদ মিনার এবং বাংলাদেশের বিজয়কে নিজেদের কল্পনায় রঙ তুলিতে ফুটিয়ে তোলে। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ স্বাধীনতার তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তাঁরা বলেন, "আমাদের স্বাধীনতা এসেছে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে। এই ইতিহাস জানতে হবে, ধারণ করতে হবে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার শপথ নিতে হবে।" এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা মাহমুদা আখতার এবং বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। আয়োজনটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং ইতিহাস জানার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র সংবাদ

শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত কার্যক্রম সংগঠিত

চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের গত জানুয়ারী থেকে মার্চ মাসে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম সংগঠিত হয়েছে। স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ মাহমুদা আকতার ও সহায়িকা শিরিন আক্তার এর সহযোগিতায় শিশু বিকাশ কেন্দ্রের রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত গান, নাচ, ছবি আঁকা, সচেতনতামূলক ক্লাস, অভিভাবক সভার আয়োজন এবং সরকারি স্কুলে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ফলোআপ করা হয়। গত তিন মাসে শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৯১%।

ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টার: মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত

বাংলাদেশে অনাথ শিশুদের লালন-পালনের প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে এসে ঘাসফুল ১২ মার্চ ২০২৪ সালে নিয়ামতপুর উপজেলার ৪ নম্বর ইউনিয়নের উত্তরবাড়িতে ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের যাত্রা শুরু করে। বিশিষ্ট উন্নয়নকর্মী ও সমাজসেবী নেজবাথ মাসউদের (Nezbath Maswood) পরামর্শ ও সহযোগিতায় এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে। এটি দেশে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া একটি মডেল, যা অনাথ শিশুদের জন্য নতুন আশার আলো হয়ে উঠেছে।

এই প্রকল্পের আওতায়, অনাথ শিশুদের পালক পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে পারিবারিক আবহে লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১০ জন এতিম শিশুকে (৪ জন ছেলে ও ৬ জন মেয়ে) ১০টি পালক পরিবারে স্থানান্তর করা হয়, যেখানে তাদের স্নেহ-মমতায় বড় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব পরিবারকে শিশুদের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, শিশুদের উন্নত শিক্ষার জন্য একটি পাঠ সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে, যেখানে তারা নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি শরীরচর্চা, খেলাধুলা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই উদ্যোগকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করতে ব্যক্তি দাতা ফোরাম গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের সংযুক্ত করে আরও শিশুদের জন্য সহায়তা নিশ্চিত করবে।

ফস্টার সিস্টেমটি এতিম শিশুদের জন্য নতুন জীবন শুরু করার এক অনন্য সুযোগ তৈরি করেছে, যেখানে তারা এক নিরাপদ ও স্নেহশীল পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারছে। ঘাসফুল এই বিশেষ মডেলটি সারাদেশে সম্প্রসারিত করতে চায়, যাতে আরও অনেক অনাথ শিশু সুন্দর ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ পায়। সমাজের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই সম্ভব হবে এমন এক মানবিক দরদি সমাজ গঠন, যেখানে প্রতিটি শিশু ভালোবাসা, যত্ন ও নিরাপত্তার সঙ্গে বেড়ে উঠতে পারবে।

ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারের অনাথ শিশুদের আনন্দভ্রমণ

নিয়ামতপুর উপজেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়নের উত্তরবাড়ি এলাকায়, বিশিষ্ট উন্নয়নকর্মী ও সমাজসেবী জনাব নেজবাথ মাসউদের পরামর্শ ও সহায়তায় বাস্তবায়িত উদ্যোগ Ghashful Foster Children Care Center-এর দশজন অনাথ শিশুকে নিয়ে গত ৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার স্থানীয় গুজিশহর মেলায় আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মো. মেহেদী হাসান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিশুদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করেন এবং ঘাসফুল কর্তৃপক্ষকে এধরণের মানবিক কার্যক্রমের জন্য ধন্যবাদ জানান।

শিশুরা মেলায় বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং পছন্দমতো খেলনা যেমন গাড়ি, ঘড়ি, বল, বাবলস, মাথার ক্লিপ, ব্যাগ, হেলিকপ্টার, মাছ ইত্যাদি কিনে নেয়। তাদের পছন্দের খাবারের মধ্যে ছিল আইসক্রিম, মোগলাই, বাদাম, দই, জিলাপি ও ফুচকা। মেলার পুরো সময়জুড়ে শিশুরা অত্যন্ত উৎফুল্ল ও আনন্দময় সময় অতিবাহিত করে। স্বজনহারা অনাথ শিশুগুলোর নিস্পাপ আনন্দে পরিবেশ মুখর হয়ে উঠে। ঘাসফুলের পক্ষে আনন্দ ভ্রমণের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মো. কহিনুর ইসলাম, শিক্ষিকা মোছা. জিন্নাতুন খাতুন, মো. কামরুল হাসান ও মো. আব্দুল্লাহ আল মারুফ।

নিয়ামতপুরে ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারে

ইফতার মাহফিল আয়োজন ও ঈদ উপহার বিতরণ

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার উত্তরবাড়ি এলাকায় অবস্থিত ঘাসফুল ফস্টার চিলড্রেন কেয়ার সেন্টারে ২৬ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনাথ শিশুদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়। এই আয়োজনের অংশ হিসেবে শিশুদের তাদের পছন্দের নতুন পোশাক কিনে দেওয়া হয়, যা তাদের জন্য এক বিশেষ আনন্দের মুহূর্ত হয়ে ওঠে। মার্কেটে গিয়ে নিজের হাতে পোশাক পছন্দ করার সুযোগ পেয়ে তারা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়, যেন তাদের বাবা-মা নিজেরাই তাদের জন্য এই উপহার কিনেছেন। পোশাক পেয়ে শিশুদের পাশাপাশি তাদের পালিত অভিভাবকরাও আবেগাপ্লুত হন। তারা আশা প্রকাশ করেন, এই ভালোবাসা ও যত্ন যেন শিশুদের সারাজীবন স্পর্শ করে থাকে।

ঈদ উপহার হিসেবে ৫ জন ছেলে ও ১০ জন মেয়ে-মোট ১৫ জন শিশুর হাতে নতুন পোশাক, সেমাই ও চিনি তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে এই আয়োজন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এর আগে, ২৫ মার্চ এসব মা-বাবাহীন এতিম শিশুদের নিয়ে একটি ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়, যেখানে স্থানীয় এলাকাবাসী ও বিশিষ্টজনেরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল, নিয়ামতপুর এরিয়ার ব্যবস্থাপক মো. আনোয়ার হোসেন, সমৃদ্ধি কর্মসূচির উপজেলা সমন্বয়কারী মো. কহিনুর ইসলাম, সহকারী উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী মো. আব্দুল্লাহ আল মারুফ, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন, শাখা ব্যবস্থাপক মো. শহিদুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও সমাজসেবীরা।

নেজবাথ মাসউদের পরামর্শ ও সহায়তায় বাস্তবায়িত ঘাসফুলের এই উদ্যোগ শুধুমাত্র ঈদের উৎসব উদযাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণমুখী প্রচেষ্টা। প্রতিষ্ঠানটি এতিম শিশুদের যথাযথ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে তারা ভবিষ্যতে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র অবহিতকরণ ও স্টাফ পরিচিতি সভার আয়োজন

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নে ২ জানুয়ারী ২০২৫ পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক পুনবিন্যাসকৃত সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত কর্ম-এলাকায় নিয়োগকৃত সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, মহিলা সদস্য, ইউপি সচিব ও ইউপি উদ্যোগক্তা, এলাকার প্রবীণ, যুব ও বিশিষ্টবক্তিগণকে নিয়ে কর্মসূচি'র বিভিন্ন কার্যক্রম বিষয়ে অবহিতকরণ ও স্টাফদের পরিচিতি সভা আয়োজন করা হয়।

এ সভায় কর্মসূচি'র বিভিন্ন কার্যক্রমসমুহ যেমন স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প, বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প ও বিনামল্যে ছানি অপারেশন, স্যাটেলাইট ও স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ঘরে, ঘরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন ব্যবস্থার ধরণ, জটিল, গর্ভবতী ও প্রসূতি এবং শিশুদের পুষ্ঠিহীনতার তথ্য সংগ্রহ ও পরামর্শ প্রদান এবং উঠান বৈঠক আয়োজন ইত্যাদি, শিশুদের জন্য শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, প্রবীণ, যুব ও কিশোর-কিশোরীদের নেতৃত্ববিকাশ, যৌতক, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বৃক্ষরোপন এবং মাদকমুক্ত সমাজগঠনে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়। এরপর সমৃদ্ধি কর্মসূচির সকল কর্মীদের সাথে কর্মএলাকার ইউপি চেযারম্যান, মেম্বার ও বিশিষ্ঠজনদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সভায় ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপিসদস্য ও বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে ছিপাতলী ইউনিয়নে ঘাসফুলকে স্বাগত জানান এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

সমৃদ্ধি স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ ও কমিউনিটিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ছিপাতলী ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে ১জন করে সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য পরিদর্শক জানুয়ারী মাসে যোগদান করে। জানুয়ারী থেকে মার্চ ২০২৫ এর মধ্যে তাঁরা ছিপাতলী ইউনিয়নে খানা জরিপের কাজ সম্পন্ন করেছে। কমিউনিটিতে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দেওযার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁদের পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। জানুয়ারী মাস শেষে কর্মীদের মাসিক সভা আয়োজন করা হয় এবং সকল স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য যাবতীয় স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ, ওরিয়েন্টেশন ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের হাতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিভিন্ন উপকরণ তুলে দেন ছিপাতলী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব নুরুল আহসান লাভু।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রতিদিন স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন করে এলাকার বাড়ীতে বাড়ীতে চিকিৎসা সেবা চলমান আছে। এছাড়াও এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়। জানুয়ারী থেকে মার্চ ২০২৫, এই তিন মাসে, ৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ১৯১জন, ৩৬টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ৩৫৯ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয় ৮২৬ জনের, ১১৫ জন প্রবীণের চিকিৎসা করা হয় এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে ৯০টি উঠান বৈঠকে ৮০৩জনকে সচেতন করা হয়। এই সময়ে সর্বসাধারণের জন্য বিনামূল্যে দিনব্যাপী একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পও আয়োজন করা হয়।

হাটহাজারীর ছিপাতলী ইউনিয়নে ১৮টি সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন

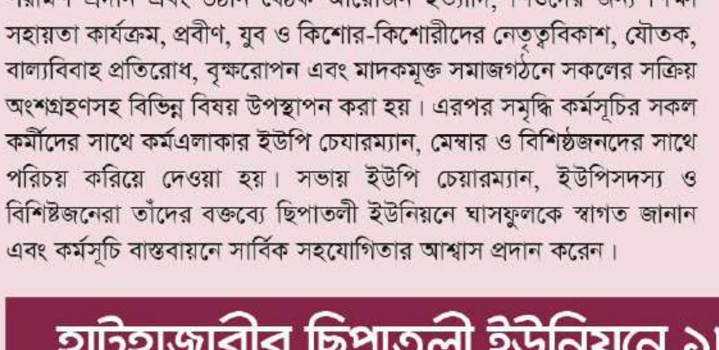

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থান নির্ধারণসহ এলাকার তথ্য সংগ্রহ করে, চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার ছিপাতলী ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে ২টি করে, মোট ১৮টি সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কেন্দ্র পরিচালনার জন্য ১৮ জন নারী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় ও শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। টার্গেটকৃত শিশুদের মেধ্যে থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী সংগ্রহ করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থী ভর্তি চলমান আছে এবং বাড়ী বাড়ী পরিদর্শন করে অবশিষ্ট শিক্ষাথী সংগ্রহ করা হচ্ছে। জানুয়ারী থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত শিক্ষকদের নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন করা হচ্ছে যেখানে পরবর্তী মাসের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একইসাথে অভিভাবক সভা আয়োজন করা হচ্ছে যেখানে অভিভাবকগণের সাথে মতবিনিময় করা হয়। ইউনিয়নের ৯টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে মোট ২৭৫জন শিশু ভর্তি হয়েছে।

সমৃদ্ধি কিশোর-কিশোরী, যুব ও প্রবীণ ক্লাব গঠন এবং ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলা কমিটি'র দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ছিপাতলী ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি প্রবীণ ক্লাব কমিটি ও ১টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রবীণ কমিটি গুলোর মোট সদস্য সংখ্যা ১১০জন। প্রবীণ কমিটির সকলের অংশগ্রহণে দ্বি-মাসিক উপজেলা সমন্বয়সভা আয়োজন সম্পন্ন করা হয়। সভায় কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে প্রবীণগণের দায়িত্ব ও করনীয় বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়। এসভার উদ্বোধন করেন ছিপাতলী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব নুরুল আহসান লাভু। এসময় তিনি সকলকে এলাকার উন্নয়নে সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার আহবান জানান। এছাড়া, যুব নারী এবং যুব পুরুষদের সমন্বয়ে ছিপাতলী ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি যুব ক্লাব কমিটি ও ১টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। যুব কমিটি গুলির মোট সদস্য সংখ্যা ১১০জন। যুব ইউনিয়ন কমিটির ১টি দ্বি-মাসিক সভা সম্পন্ন হয়েছে।

পাশাপাশি, ইউনিয়নের কিশোরদের নিয়ে ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি কিশোর ক্লাব কমিটি ও ১টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিশোরদের নিয়ে কমিটি গুলির মোট সদস্য সংখ্যা ৯৯ জন। এবং ইউনিয়নের কিশোরীদের নিয়ে ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি কিশোরী ক্লাব কমিটি ও ১টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিশোরীদের নিয়ে গঠিত কমিটি গুলির মোট সদস্য সংখ্যা ৯৯ জন। উক্ত কমিটি গুলির ১টি দ্বি-মাসিক সভা এরইমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গত ১১ ফেব্রুয়ারি নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ভাবিচা ইউনিয়নের রাউতাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ এবং মেডিসিন বিষয়ক এই স্বাস্থ্যক্যাম্পে শতাধিক মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টিএমএসএস মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডা. সুলতানা জাহান (এমবিবিএস, এমসিপিএস - গাইনী) এবং নওগাঁ মাহতাব মেডিকেল সেন্টারের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. মাহতাব-ই-আলম (এমবিবিএস, এফসিপিএস, বিসিএস-স্বাস্থ্য)। তাঁরা দিনব্যাপী বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাবিচা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মো. মামুনুর রশিদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছা: জবেদা আক্তার। এছাড়াও ওয়ার্ড সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাস্থ্যক্যাম্পে সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:০০ পর্যন্ত ১৮০ জন রোগী চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে ছিলেন নারী, পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ। বিশেষ করে দরিদ্র ও অসহায় মানুষেরা স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। ক্যাম্পটি আয়োজনে ছিলেন উপজেলা সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারী মো. কহিনুর ইসলাম, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন এবং সহকারী উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী আব্দুল্লাহ আল মারুফ।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ঘাসফুলের সমৃদ্ধি কর্মসূচি টেকসই স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় জনগণের বিপুল সাড়া প্রমাণ করে যে, এমন উদ্যোগ স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

নিয়ামতপুরে সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র শিক্ষিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে শিক্ষিকাদের জন্য বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। গত ২৩ ও ২৪ জুন, ২০২৫ তারিখে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে ১৮ জন শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিকাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মো. শহিদুল আলমের তত্ত্বাবধানে বাংলা, গণিত ও ইংরেজি বিষয়ের মাস্টার ট্রেইনারদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন- বাংলা বিষয়ের মাস্টার ট্রেইনারঃ মো. ওবাইদুর রহমান, প্রধান শিক্ষক, মুন্দিখৈর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গণিত বিষয়ের মাস্টার ট্রেইনারঃ মৃণাল চন্দ্র প্রামাণিক, প্রধান শিক্ষক, বাসুদেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইংরেজি বিষয়ের মাস্টার ট্রেইনারঃ মো. সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী শিক্ষক, দারাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

প্রশিক্ষকগণ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীরা বিষয়গুলো মনোযোগ সহকারে শিখে নেন। অংশগ্রহণকারী শিক্ষিকারা মাঠপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে এ প্রশিক্ষণের জ্ঞান সঠিকভাবে প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন জনাব কেএমজি রব্বানী বসুনিয়া, সহকারী পরিচালক ও ফোকাল পার্সন (এসডিপি), ঘাসফুল। সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. আনোয়ার হোসেন, ডেপুটি ম্যানেজার, ঘাসফুল, নিয়ামতপুর এরিয়া, নওগাঁ। এছাড়া প্রশিক্ষণের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মো. কহিনুর ইসলাম, সমৃদ্ধি উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি ঘাসফুলের শিক্ষা উন্নয়ন প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। এটি স্থানীয় শিক্ষার মানোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

ডিএলএস, পোল্ট্রি এসোসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট এক্টরদের সমন্বয় সভা

পিকেএসএফ, ইফাদ এবং ড্যানিডা এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ- প্রকল্পের আওতায় আরএমটিপি প্রকল্পের ডিএলএস, পোল্ট্রি এসাসিয়েশন ও সংশ্লিষ্ট এক্টরদের গত তিনমাসে (জানুয়ারী-মার্চ ' ২৫ ইং পর্যন্ত) একটি সমন্বয় সভা জেলা প্রাণিসম্পদ সম্মেলন কক্ষ, নওগাঁতে অনুষ্ঠিত হয়। পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিতে কর্পোরেট সেক্টর একচেটিয়ে ব্যবসা করছে। বসচেয়ে সমস্যার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র খামারী যারা নিজেদের সমস্ত পুঁজি বিনিয়োগ করে খামার করেছেন। অনেক খামারী ডিলারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে খামার করছেন-এক্ষেত্রে তারা নানাভাবে প্রতারিত হচ্ছেন। জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের মাধ্যমে আয়োজিতব্য সমন্বয় সভার মাধমে প্রাণিসম্পদ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য অনুকুল ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করা এ সভার মূল উদ্দেশ্য।

ডিএলএস সভায় নওগাঁ জেলাধীন প্রাণিসম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রানিসম্পদ অফিসার - ডা: মো: মাহফুজার রহমান, নওগাঁ সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা: মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম,ঘাসফুলের-সহকারী পরিচালক(এসডিপি)-কে এম জি রব্বানী বসুনিয়া, ঘাসফুলের আর এম টি পি প্রকল্পের সকল টিম মেম্বার, পোল্ট্রি এসোসিশনের সদস্য এবং মার্কেট এক্টররা স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহন করেন। উক্ত সভায় পোল্ট্রি শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। উখণ্ড ও টখণ্ড মহোদয় ঘাসফুল আরএ-মটিপি প্রকল্পের এ মহৎ উদ্যোগকে সার্বিক সহায়তা করার কথা জানান এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ আরও বেশি বেশি করার আহবান জানান।

হাঁস ও মুরগী পালনকারীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

পিকেএসএফ, ইফাদ এবং ড্যানিডা এর সহায়তায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়িত আরএমটিপি (নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন) প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে (জানুয়ারী-২০২৫ ইং থেকে মার্চ-২০২৫ইং পর্যন্ত) খামারিদের উন্নততর প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৭৮ ব্যাচ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন, এলডিডিপি প্রকল্পের সম্প্রসারন কর্মকর্তাসহ, ডিভিএম এবং পশু পালন ডিগ্রিধারী অফিসারগণ। প্রকল্প এলাকায় নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় এলএসপি দ্বারা হাঁস ও মুরগী পালনকারীদের ২১১ টি (মান্দা উপজেলায় ১৬ টি, বদলগাছিতে ১৮ টি, নওগাঁ সদরে ১৮ টি, মহাদেবপুরে ১৫ টি এবং পত্নীতলায় ১১ টি) প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রশিক্ষণে মোট ১৯৫০ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ১৮৯৪ জন নারী এবং ৫৬ জন পুরুষ।

ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা

পিকেএসএফ, ইফাদ এবং ড্যানিডা এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে (জানুয়ারী-২০২৫ ইং থেকে মার্চ-২০২৫ইং পর্যন্ত) নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলার মধ্যে পণ্য ও সার্ভিসের সরবরাহ চেইন উন্নয়ন এবং বাজার ব্যবস্থাকে গতিশীল করতে এক্টরদের মাঝে সমন্বয় ও সমঝোতা সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার (খামারী, এলএসপি, ফিড ও বাচ্চার ডিলার, ভ্যাকসিন ও ওষুধ ব্যাবসায়ী) এর সাথে মোট ৫ টি ইস্যুভিত্তিক সভার আয়োজন করা হয়। ইস্যুভিত্তিক সভায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিলো ১০০ যার মধ্যে ১৪ জন নারী এবং ৮৬ জন পুরুষ।

টিকাদান ও কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

প্রতি বছর রোগবালাইয়ের কারনে ৫০ শতাংশের বেশি গ্রামিন পোল্ট্রি মারা যায়। পিকেএসএফ, ইফাদ এবং ড্যানিডা এর সহায়তায় ঘাসফুল আরএমটিপি (নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ) প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে (জানুয়ারী-২০২৫ ইং থেকে মার্চ-২০২৫ইং পর্যন্ত) প্রকল্প এলাকায় নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলার মোট ১৬১ টি (নওগাঁ সদরে ২১ টি, মান্দা উপজেলায় ৩৩ টি, বদলগাছিতে ৪৭ টি, মহাদেব-পুর ৩৯ টি এবং পত্নীতলায় ২১ টি) টিকাদান ও কৃমি মুক্তকরণ ক্যাম্পেইন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পেইনে প্রায় ১৪৪৯০০ টি হাঁস-মুরগীকে টিকা প্রদান করা হয়।

ভ্যাকসিন হাব ক্লিনিক/হাব উন্নয়ন

গ্রামীন জনগোষ্ঠী পারিবারিক খামারে হাঁস, মুরগী, কোয়েল, কবুতর ইত্যাদি পালন করে থাকে। প্রতি বছর পারিবারিক খামারে রাণীক্ষেত, কলেরা, বসন্ত, ডাক প্লেগ, ডাক কলেরা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়। পিকেএসএফ, ইফাদ এবং ড্যানিডা এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়িত আরএমটিপি (নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ) প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে (জানুয়ারী-২০২৫ ইং থেকে মার্চ-২০২৫ইং পর্যন্ত) প্রকল্প এলাকায় ০৩টি (বদলগাছি উপজেলায়-০২টি, মহাদেবপুর উপজেলায়-০১টি) ভ্যাকসিন ক্লিনিক/হাব উন্নয়নের জন্য রেফ্রিজারেটর ক্রয়ে ৩০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

এগ শপ উন্নয়ন

দেশে প্রতিদিন ডিমের চাহিদা ৪.৫ কোটি পিচ। পিকেএসএফ, ইফাদ এবং ড্যানিডা এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়িত আরএমটিপি (নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ) প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে (জানুয়ারী-২০২৫ ইং থেকে মার্চ-২০২৫ ইং পর্যন্ত) নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় ৩ টি (মান্দা উপজেলায় ০২ টি ও নওগাঁ সদর ০১ টি) এগ শপ উন্নয়ন করা হয়েছে। এগ শপ গুলোর মালিকদের সাথে ডিম উৎপাদনকারী খামারীদের মৌখিক, ক্ষেত্র বিশেষে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করার বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করা হয় হয়েছে। খামারীরা এখন তাদের উৎপাদিত ডিম ন্যায্য দামে নিকটস্থ দোকানে বিক্রয় করতে পারছে।

হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারী উন্নয়ন

হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারী থেকে মূলত একদিন বয়সী হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। হ্যাচারী মালিকরা সাধারনত মাঠ পর্যায়ের খামারগুলো থেকে ডিম সংগ্রহ করে থাকেন। ডিমগুলোকে সেখানে রেখে ২৬ দিন কৃত্রিম উপায়ে তাপ প্রদান করা হয় এবং পরবর্তী ৩ দিন হ্যাচারে রেখে বাচ্চা সংগ্রহ করা হয়। পিকেএসএফ, ইফাদ এবং ড্যানিডা এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়িত আরএমটিপি (নিরাপদ পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ) প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে (জানুয়ারী-২০২৫ ইং থেকে মার্চ-২০২৫ইং পর্যন্ত) মহাদেবপুর উপজেলার উত্তরগ্রাম ইউনিয়নের শিবরামপুর গ্রামে মোঃ হাসান এর মাধ্যমে ৮০,০০০ ডিমের ক্যাপাসিটিসম্পন্ন একটি হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারী স্থাপন করা হয়।

হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ উন্নয়ন

পিকেএসএফ, ইফাদ এবং ড্যানিডা এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুলের আরএমটিপি প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত গত তিন মাসে (জানুয়ারী-২০২৫ ইং থেকে মার্চ-২০২৫ ইং পর্যন্ত) বদলগাছি ইউনিয়নে ০২ টি হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ উন্নয়ন উন্নয়ন করা হয়েছে। হাইজেনিক ও হালাল পোল্ট্রি চেইন শপ মালিকের সাথে কন্টাক্ট গ্রোয়ার ফার্মারের একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে যাতে কন্টাক্ট গ্রোয়ার ফার্মারের উৎপাদিত নিরাপদ পোল্ট্রি এইসব চেইন শপে বিক্রি করা হয়। এতে করে খামারীরা এখন মাংসের জন্য মুরগী পালনেও আগ্রহী হচ্ছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক নারায়ন চন্দ্র রায় সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

জৈবসার উন্নয়ন

পিকেএসএফ, ইফাদ এবং ড্যানিডা এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুলের আরএমটিপি প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত গত তিন মাসে (জানুয়ারী-২০২৫ ইং থেকে মার্চ-২০২৫ ইং) বদলগাছি ইউনিয়নে ০১ টি জৈব সার কারখানা উন্নয়ন করা হয়েছে। জৈব সার পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ সবজি উৎপাদনে ব্যবহার উপযোগী হওয়ায় দিন দিন খামারীদের মাধ্যে চাহিদা বেড়েই চলছে। এ সার বিক্রয়ে কোন বেগ পেতে হয় না। কারখানাটির এখন গড় মাসিক উৎপাদন ১২ টন।

একদিন বয়সী পেকিন ও ক্যাম্বেল জাতের হাঁস-এর বাচ্চা ক্রয়ে অনুদান প্রদান

উন্মুক্ত জলাশয় এবং পর্যাপ্ত বিল অঞ্চল থাকায় এ অঞ্চলের খামারীরা হাঁস পালনে দিন দিন আগ্রহী হচ্ছেন। মাংসের জন্য পেকিন জাতের হাঁস এবং ডিমের জন্য ক্যাম্বেল জাতের হাঁস পালন করছে খামারীরা। আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় গত তিনমাসে (জানুয়ারী-২০২৫ ইং থেকে মার্চ-২০২৫ইং পর্যন্ত) ৮ টি পেকিন হাঁসের প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য উপকার ভোগীদের ২০০০০/- (বিশ হাজার) টাকা এবং ৪৬ জন (বদলগাছির ০৭ জন, নজিপরের ১২ জন, মান্দার ১০ জন, মহাদেবপুরের ০৩ জন এবং নওগাঁ সদরের ১৪ জন) খামারীদের মাঝে ক্যাম্বেল হাঁস-এর বাচ্চা ক্রয়ের জন্য মোট ১,১৫০০০/-(এক লক্ষ পনেরো হাজার) টাকার ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

পারিবারিক পর্যায়ে মিনি হ্যাচিং মেশিন ক্রয়ে অনুদান

পিকেএসএফ, ইফাদ এবং ড্যানিডা এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ঘাসফুলের আরএমটিপি প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত গত তিন মাসে নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলায় মধ্যে মোট ১৪ জন (নওগাঁ সদরে ৫ টি এবং মান্দা উপজেলায় ০৩ টি এবং বদলগাছি উপজেলায় ৩ টি) উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে পারিবারিক পর্যায়ে ৩০০-৫০০ ডিম ক্যাপাসিটির মিনি হ্যাচিং মেশিন ক্রয়ে ৭০০০/- (সাত হাজার) টাকা ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়।

নিরাপদ মাংস উৎপাদনে 'চিকেন কুপ':
পোলট্রি শিল্পে নওগাঁয় ঘাসফুলের নতুন উদ্যোগ

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় দেশী মুরগীর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সোনালী জাতের সঙ্গে সংকরায়নের মাধ্যমে বর্তমানে বাজারে পাওয়া দেশী মুরগী আগের চেহারা বদলে নতুন বৈশিষ্ট্যে হাজির হলেও, নিরাপদ ও সঠিক ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

এই প্রেক্ষাপটে, নিরাপদ মাংস উৎপাদন ও পোল্ট্রিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন 'আরএমটিপি' প্রকল্প উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এনেছে। পিকেএসএফ, ইফাদ ও ড্যানিডার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায়, প্রকল্পের আওতায় ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদর উপজেলায় ২টি দেশী মুরগীর 'চিকেন কুপ মডেল' প্রদর্শনী ঘর স্থাপনে মোট ৪০,০০০/- টাকা ভর্তুকি/অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

চিকেন কুপ মডেলে দেশী মুরগীর বাচ্চা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, ও ব্যবস্থাপনার উন্নত ট্রেসিং নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে, যার মাধ্যমে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মাংস উৎপাদন এখন আরও বেশি কার্যকর ও প্রযুক্তিনির্ভর। এই উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতি ও পোল্ট্রি খাতে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে সংশ্লিষ্টদের আশা।

Climate Change Adaptation Group (CCAG) এর মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডের (GCF) সহায়তায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Extended Community Climate Change Drought Project (ECCCP-Drought)" এর আওতায় জানুয়ারী - মার্চ ২০২৫ সময়কালে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় মোট ২৪টি গ্রুপের মধ্যে ৪৮টি জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন গ্রুপ (CCAG) মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের কমিউনিটি মোবিলাইজেশন অফিসার জনাব জাহাঙ্গীর আলম সভাগুলো সঞ্চালনা করেন।

এই সভাগুলোতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল টেকসই কৃষি পদ্ধতি ও খরা সহনশীল কৃষি কৌশল, ফসল চাষে অডউ (অল্টারনেট ওয়েটিং অ্যান্ড ড্রায়িং) প্রযুক্তির ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন, খরার সম্ভাব্যতা অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপন, নির্বাচিত কমিউনিটির মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ, অতিরিক্ত পানিনির্ভর ফসল চাষের প্রভাব, ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার ও তার ওপর নির্ভরতা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এই মাসিক সভাগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোজনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সভা শেষে, উপস্থিত সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন, তারা এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে নিজেদের কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবেন এবং খরার প্রভাব মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন।

পুকুর পুনঃখনন কার্যক্রমের উদ্বোধন

ঘাসফুল-এর **ECCCP-Drought** প্রকল্পের আওতায় পুকুর পুনঃখনন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে ১৫ মার্চ তারিখে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা জনাব কৌশিক আহমেদ এবং ঘাসফুল-এর সহকারী পরিচালক (এসডিপি) জনাব কে.এম.জি. রাব্বানী বসুনিয়া এবং এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবইল সিসিএজির সদস্যবৃন্দ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীরা। এই উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় মাঠপর্যায়ে পুকুর পুনঃখনন কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

জলবায়ু বিপদাপন্নতা, RECP এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশিক্ষণ

গত জানুয়ারি ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত সাপাহার শাখা অফিস ও নিয়ামতপুর শাখা অফিসে "জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক মোট ০৬ প্রশিক্ষণ সেশন আয়োজন করা হয়, যা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় ঘাসফুল SMART প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করা এবং টেকসই উত্তম কৃষি চর্চাকে উৎসাহিত করা। যেখানে ৬টি ব্যাচে মোট ১৪৮ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে ৮১ জন পুরুষ এবং ৬৭ জন মহিলা।

প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, RECP পদ্ধতির প্রয়োগ, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, জলবায়ু সহনশীল কৃষির অনুশীলন, এবং কৃষকদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলার উপায়। প্রশিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, উপজেলা কৃষি অফিসার-মোছা. শাপলা খাতুন, অতিরিক্ত উপজেলা কৃষি অফিসার- মো. মনিরুজ্জামান, সাপাহার, নওগাঁ। প্রভাষক- মো. সোহেল রানা ও মিসেস সুরাইয়া আক্তার লিলি , ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, সাপাহার সরকারি কলেজ, সাপাহার, নওগাঁ। কৃষি প্রকৌশলী -আবুল খায়ের মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম ,নওগাঁ ডিডি অফিস, প্রকল্প ম্যানেজার- কুদরাত ই খোদা মো. নাছের , উপজেলা কৃষি অফিসার, মো. কামরুল হাসান, নিয়ামতপুর কৃষি সম্প্রসারন অফিস, প্রভাষক -মো. ফয়সাল আলম , ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, নিয়ামতপুর সরকারি কলেজ, নিয়ামতপুর।

অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণকে অত্যন্ত কার্যকরী হিসেবে উল্লেখ করেন, যা তাদের আধুনিক ও টেকসই চাষাবাদের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা নতুন কৃষি পদ্ধতি ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে জেনেছেন এবং প্রশিক্ষকগন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এই প্রশিক্ষণটি কৃষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা তাদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করতে এবং টেকসই কৃষি চর্চা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

পরিবেশ সম্মতভাবে ফল চাষ এবং উত্তম কৃষি অনুশীলন নিয়ে প্রশিক্ষণ

২০২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ইকোলজিক্যাল ফার্মিং এবং উত্তম কৃষি অনুশীলন শীর্ষক এক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ২৬ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (১৩ জন পুরুষ ও ১৩ জন নারী) অংশগ্রহণ করেন যারা মূলত ফল চাষের সাথে জড়িত।

প্রশিক্ষণে ফল চাষীদের প্রাকৃতিক উপায়ে ফল চাষের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরপমর্শ দেয়া হয়। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ মাটি ও চারা বাছাই, রোপণ পদ্ধতি, গাছের পরিচর্যা, অঙ্গ ছাঁটাই, ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং জৈব পদ্ধতিতে রোগ ও পোকামাড় দমন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রশিক্ষণে বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন RHDC -এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব আবু সালেহ মো. ইউসুফ, জনাব মো. মনিরুজ্জামান অতিরিক্ত কৃষি অফিসার সাপাহার, নওগাঁ, ঋগঅজএ প্রকল্পের ম্যানেজার জনাব কুদরাত-ই-খোদা মো. নাছের । তারা ফল চাষীদের সাথে মতবিনিময় করে তাদের প্রতিদিনের সমস্যার সমাধান দেন এবং পরিবেশবান্ধব চাষাবাদের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফল চাষীগন আধুনিক ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছেন। আশা করা যায়, তারা অর্জিত জ্ঞান তাদের দৈনন্দিন ফল চাষে প্রয়োগ করে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। SMART প্রকল্প ও ঘাসফুলের পক্ষ থেকে সকল অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ জানানো হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনুপ্রানিত হয়ে সকলে সহমতের ভিক্তিতে বলেন, আমরা সবাই মিলে টেকসই কৃষি চর্চা করবো এবং আমাদের কৃষিকে আরও সমৃদ্ধ করবো।

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

পরিবেশ ক্লাবের মূল লক্ষ্যই হল SMART প্রকল্প এলাকার প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ও প্রকল্প এলাকার সাধারন ফলচাষী এবং বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের মাঝে পরিবেশ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ চর্চাসমূহ ছড়িয়ে দেয়া। প্রকল্প এলাকায় ৪ টি পরিবেশ ক্লাবের গঠন করা হয়েছে। সেখানে প্রত্যেক মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে স্ব স্ব স্থানে পরিবেশ ক্লাবের মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ক্লাব মিটিং এ সাধারনত সকল পেশার মানুষ অংশগ্রহন করে থাকে। গত জানুয়ারি ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ০৪ টি পরিবেশ ক্লাবের ৮ টি মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং অংশগ্রহন করে ১৯০ জন অংশগ্রহনকারী।

সভাগুলোতে মূলত বর্তমান সময়ে ফলচাষ ও বাগান পরিচর্যায় করণীয় কর্মকান্ড সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাগান পরিচর্যায় যেকোন ধরণের রাসায়নিক কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারে কমিয়ে জৈবসার ও জৈব কীটনাশকের ব্যবহার বাড়াতে পরামর্শ দেয়া হয়। মাটির গুনগতমাণ বাড়াতে পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে বাগানে সাথী ফসল চাষ ও মালচিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে চাষীদের আহবান জানানো হয়। বিদেশে আম রপ্তানিতে আগ্রহী চাষীদের কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর জন্য নামের লিস্ট উপজেলা কৃষি অফিস কিংবা ঘাসফুল এসইপি টিমের কাছে পাঠাতে পরামর্শ দেয়া হয়। পাশাপাশি আম চাষের গুরুত্ব, বাংলাদেশের আমকে বিশ্ববাজারে ব্রান্ডিং করা, আম ব্যবসাকে বহুমুখীকরণ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও বর্তমানে আমচাষীগণ আম উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেসব বিষয়ে চাষীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। সভাগুলোতে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত থাকেন ঘাসফুলের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ।

ড্রিপ ইরিগেশন ব্যবস্থা ও জৈব সার উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য Model ME's নির্বাচন

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের আওতায় ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা স্থাপন করার জন্য মডেল ME's হিসাবে নিয়ামতপুরের মো. আশিকুর রহমান এবং সাপাহারের মো. আশরাফুল ইসলাম, সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। নওগাঁ পানি স্বল্পতার প্রেক্ষাপটে ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা বিশেষ করে ফল চাষিদের জন্য একটি গুরত্বপূর্ণ উদ্যোগ। ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো পানি সাশ্রয়ী সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, এবং মালচিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখা। ড্রিপ সেচ পদ্ধতি ৭৫% পর্যন্ত জল সাশ্রয় করতে সক্ষম। প্রকল্পের আওতায় বাণিজ্যিক বাগানে ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। সিস্টেমগুলি সাধারণ বৈদ্যুতিক পাম্প বা সৌর পাম্প ব্যবহার করে স্থাপন করা হয়।

অন্যদিকে জৈব সার উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য মডেল ME's হিসাবে মো. সামসুল আলম নির্বাচিত হয়েছেন। জৈব সার উৎপাদন কেন্দ্রে প্রাকৃতিক উপাদান (গোবর, কৃষি বর্জ্য) ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব সার তৈরি করা হয়। এটি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমায় এবং ফসলের গুণগত মান উন্নত করে। প্রধান পদ্ধতিগুলো হলো কম্পোস্টিং, ভার্মিকম্পোস্টিং। মো. সামসুল আলম, জৈব সার উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের কাজটি প্রকৃয়াধীন।

RECP চর্চার জন্য Basic ME's নির্বাচন

জলবায়ুর সহনশীল RECP (Resource Efficient and Cleaner Production) চর্চার জন্য, পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের আওতায়, বেসিক ME's হিসাবে এখন পর্যন্ত ৩৯ জন ফল চাষিকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের মাধ্যমে কোন না কোন RECP চর্চা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যেমন- ট্রাইকোডার্মা কম্পোস্ট এর জন্য টিনের শেট তৈরি, ব্যাটারি চালিত স্প্রেয়ার মেশিন, ডিজিটাল মই, স্প্রিংলার, জৈব-কিটনাশক এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সিমেন্ট এর রিং স্থাপন। এগুলো ব্যবহার করে ফল চাষিরা তাদের অপ্রয়োজনীয় ময়লা-আবর্জনা গুলোকে জৈব সারে রূপান্তর করতে পারবে ও প্লাস্টিক সহ অপচনশীল জিনিসসমূহ এই নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে পারবে। এছাড়াও বেসিক RECP চর্চা হিসেবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে যা থেকে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পাওয়া সম্ভব, যা পর্যায়ক্রমে বেসিক ME দের মাধ্যমে স্থাপন করা হবে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক সভা

২২ মার্চ ২০২৫ তারিখে সাপাহার শাখা অফিসে প্রকল্পের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা, লোন বিতরণের হার ও জেন্ডারভিত্তিক অনুপাত বিশ্লেষন, প্রশিক্ষণ ও গ্র্যান্ট বিতরণের অর্জন মূল্যায়ন এবং আগামী পরিকল্পনা নির্ধারণ।

প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অক্টোবর ২০২৪ থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত নওগাঁর সাপাহার, সড়াইগাছি, আইহাই, মধুইল, নিয়ামতপুর, সাতরা ও পত্নীতলা ব্রাঞ্চে স্মার্ট লোন বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। লোন বিতরণে জেন্ডারভিত্তিক বিশ্লেষনে দেখা গেছে, মোট ২৭৫ জনের মধ্যে ৯৭ জন মহিলা ও ১৭৮ জন পুরুষ লোন গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন, রিসোর্স এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড ক্লিনার প্রোডাকশন (RECP) এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নওগাঁর নিয়ামতপুর ও সাপাহারে আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে সাপাহারে ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন, বেসলাইন সার্ভে ও আরইসিপি স্ক্রীনিং সম্পন্নকরণ এবং ৩৭টি গ্র্যান্ট বিতরণ (৩টি স্ট্যান্ডার্ড ও ৩৪টি বেসিক)। এছাড়া, প্রকল্পের ইনসেপশন ওয়ার্কশপ এবং মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা হয়েছে।

ME এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋন প্রদান

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় Ghashful-SMART-Fruits প্রকল্পের আওতায়, উচ্চ মূল্যের ফল (যেমন আম, ড্রাগন, পেয়ারা, জুজুবি, মাল্টা, স্ট্রবেরী) উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের লক্ষ্যে প্রকল্পের অংশগ্রহনকারী ME চাষীদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ বিতরণের শর্তাবলী অনুযায়ী, অগ্রসর স্মার্ট (ক্ষুদ্র উদ্যোগ) ঋণের জন্য ৫১,০০০/- থেকে ১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে, যার সার্ভিস চার্জ হবে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে ২৪%। সাধারণ সেবা স্মার্ট (CSL) ঋণের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ঋণের সিলিং ১,০০,০০০/- থেকে ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে। যেমন, ফ্রুট প্রসেসিং ঋণের মেয়াদকাল সর্বাধিক ৩ বছর এবং গ্রেস পিরিয়ড ৩ মাস। এছাড়া, ফল নার্সারী, অর্গানিক ফার্টিলাইজার উৎপাদন এবং ইনপুট সাপ্লাইয়ার ঋণের জন্যও একই মেয়াদকাল ও সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য। এই ঋণ কৃষি খাতে উন্নয়ন এবং সাসটেইনেবিলিটি নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান করবে।

জানুয়ারি ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত, ১৬৩ জন ME দের মোট ৪,১৪,৬০,০০০ টাকা অগ্রসর স্মার্ট (ক্ষুদ্র উদ্যোগ) ঋণ, এবং ১ জন ME কে মোট ২০০০০০ টাকা সাধারণ সেবা স্মার্ট (CSL) ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘাসফুল স্বাধীনতাত্তোর ১৯৭২ সাল থেকে তৃণমূল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল কারিতাসের সহযোগিতায় জানুয়ারী ২০২৫ থেকে চট্টগ্রাম মহনগরের বাকলিয়া এলাকায় (ওয়ার্ড নং ১৭,১৮,১৯,৩৫,৩৩,৩৪) ও পাহাড়তলী আকবরশাহ এলাকায় (ওয়ার্ড নং ০৮,০৯,১৩,১৪) এবং সীতাকুন্ড উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নে ও বাশঁখালী উপজেলার পুঁইছড়ি ইউনিয়নে **"Medical Centers for the Marginalized and Poorest of the Poor (MCMPP)"** প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিয়ে কাজ শুরু করেছে। ঘাসফুল দেশের জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে অঙ্গীকারবদ্ধ।

ঘাসফুলের MCMPP প্রকল্পের কর্মশালায় জার্মান ডক্টরস প্রতিনিধি দল

১৬ ফেব্রুয়ারি জার্মান ডক্টরস-এর একটি প্রতিনিধি দল, যার মধ্যে ছিলেন মিস সেলিন গ্রুবে, গৌরকি গৌরব এবং রিচার্ড, কারিতাস-এর সহায়তায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়িত এমসিএমপিপি (MCMPP) প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনে চট্টগ্রামে আসেন। তাঁরা প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত পাহাড়তলী ওয়্যারলেস এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এবং উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাঁরা প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সময় কারিতাসের সিনিয়র অফিসার এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী ব্রায়ন অ্যান্থনি-সহ ঘাসফুলের এমসিএমপিপি প্রকল্প কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ও ঘাসফুলের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

কারিতাসের সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়িত এমসিসিপিপি (MCMPP) প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সঙ্গে ১৭ মার্চ সীতাকুণ্ড উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নে এবং ১৯ মার্চ বাঁশখালী উপজেলার পুঁইছড়ি ইউনিয়নে দুটি পৃথক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে চট্টগ্রাম পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক বেগম শাহনেওয়াজ, ঘাসফুলের উপপরিচালক সাদিয়া রহমান, প্রকল্পের প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, কারিতাসের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ব্রায়ান অ্যান্থনি এবং ঘাসফুল ও কারিতাসের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

cªKí GjvKvq DVvb ˆeV‡Ki gva¨‡g cwievi cwiKíbv m‡PZbZvg~jK Kvh©µg

এমসিসিপিপি (MCMPP) প্রকল্পের কাউন্সেলর মিসেস সুচরিতা রাণী দে ও শান্ত দাস গুপ্তা চট্টগ্রাম মহানগরের বাকলিয়া ও পাহাড়তলী-আকবরশাহ এলাকা, সীতাকুণ্ড উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়ন এবং বাঁশখালী উপজেলার পুঁইছড়ি ইউনিয়নে নিয়মিতভাবে উঠান বৈঠক পরিচালনা করছেন। এসব বৈঠকের মাধ্যমে তাঁরা স্থানীয় জনগণের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব এবং প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান আদান-প্রদান করে চলেছেন। প্রকল্পের এই কার্যক্রমগুলো নারী ও পরিবারের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত নিম্নবণিত ৪টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার বিভিন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। প্রশিক্ষণগুলো অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাস্থ পিকেএসএফ কার্যালয়ে।

এক নজরে সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তালিকাঃ

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর নাম	আয়োজক
Institutional Development, Safeguards and Women Entrepreneurship Development	১২-১৫ জানুয়ারি ২০২৫	১	সাদিয়া রহমান, সহকারী পরিচালক	PKSF
Climate Change and Development Training	৫-৯ জানুয়ারি ২০২৫	২	১। কে এম জি রব্বানি বসুনিয়া, সহকারী পরিচালক ২। সাইদুর রহমান, সহকারী পরিচালক	PKSF
Risk Management	০৯-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	১	রেহানা বেগম, সহকারী ব্যবস্থাপক	PKSF
Internal Audit	২৩-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	১	ইবনুল আরাত, সিনিয়ার অফিসার	PKSF

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের নিয়মিত কার্যক্রম

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৩৮৭
টিকাদান কর্মসূচি	২৬১
পরিবার পরিকল্পনা	৩৫৭
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৬১০০
হেলথ কার্ড	৫৮৩

ঘাসফুলের জাতীয় ভিটামিন 'এ'-প্লাস ক্যাম্পেইন

জাতীয় ভিটামিন 'এ'-প্লাস ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের (সিপিএইচ) উদ্যোগে ১৫ মার্চ ২০২৫; শনিবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে নগরীর বিভিন্ন স্থানে ২৫১৫ শিশুকে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

এ উপলক্ষে ঘাসফুলের স্বাস্থ্যকর্মীরা নগরীর পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ফিল্ড ক্লিনিক, আগ্রাবাদ ও ছোটপুল এলাকায় ব্যাপক প্রচারণা চালান এবং শিশুদের 'এ'-প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানোর কার্য্যক্রম পরিচালনা করেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল শৈশবকালীন অন্ধত্ব প্রতিরোধ ও শিশুমৃত্যুর হার কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ সফলতা ধরে রাখতে ভবিষ্যতেও ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নত চক্ষুসেবায় ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায় নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় জানুয়ারী - মার্চ ২০২৫ সময়ে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে সাপাহার উপজেলায় মোট ৩টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা:

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
সাপাহার	৩	৩৪৬	৯২	৪৯
মোট	৩	৩৪৬	৯২	৪৯

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত)	
সমিতির সংখ্যা	৪০৯২
সদস্য সংখ্যা	৭৪৩০৯
সঞ্চয় স্থিতি	৯০৩৫০৮৮৩৪
ঋণ গ্রহীতা	৫৭০৪৩
ক্রমপূঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	৩২৪৮৯৮১৯৭০০
ক্রমপূঞ্জিভূত ঋণ আদায়	৩০০৬২৩০৯৯০০
ঋণ স্থিতিরপরিমান	২৪২৭৫০৯৮০১
বকেয়া	১৯৪২৩৫০২৮
শাখার সংখ্যা	৬০

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ১৬৭ জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিনমাসে। ঘাসফুল ঋণ ঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যুদাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৬৩৮৪২৭১ টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৬৭১৯৭৫ টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৯১৮৫০০ টাকা।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নওগাঁ এরিয়ার ত্রৈমাসিক কর্মশালা ও রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

২৫ জানুয়ারি ঘাসফুল ঢাকা অফিসে, ১৮ ও ২১ জানুয়ারি ঘাসফুল, নওগাঁর পত্নীতলা এরিয়া কার্যালয়ে দিনব্যাপী এক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এরিয়া ম্যানেজার, শাখা ব্যবস্থাপকসহ ঢাকার কর্মশালায় অংশ নেন ঢাকা এরিয়া ও ফেনী এরিয়ার মোট ১৫ জন এবং নওগাঁর কর্মশালায় অংশ নেন মোট ৩৪ জন কর্মকর্তা।

সভাগুলো সভাপতিত্ব করেন ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের পরিচালক (অপারেশন) জনাব মো: ফরিদুর রহমান। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন ঘাসফুলের সম্মানিত উপ-পরিচালক জনাব জয়ন্ত কুমার বসু। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সহকারী পরিচালক জনাব মো:নাছির উদ্দিন ও সাইদুর রহমান।

কর্মশালায় ২০২৫ সালের ঋণ চাহিদা নিরূপণ এবং চলমান বকেয়া রোধে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ধরনের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে সকল কর্মকর্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শোক সংবাদ!

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল, পতেঙ্গা শাখায় কর্মরত সহকারি কর্মকর্তা রীনা রাণী পোদ্দার গত ০২ জানুয়ারী ২০২৫, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কিডনী জটিলতায় ভুগছিলেন।

"ওঁ গঙ্গা দহেয়ং সর্বগাত্রানি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু"!

আমাদের প্রিয় সহকর্মী রীনা রাণী পোদ্দার-এর অকাল মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

ঘাসফুল, লেমুয়া শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ নাজমুল হোসাইনের পিতা গতকাল রাত ১০:০০টায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

মরহুমের পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি ঘাসফুলের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। সেই সঙ্গে মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে তাঁর রূহের মাগফেরাত এবং নাজাত কামনা করছি।

আমরা শোকাহত

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল, নিয়ামতপুর শাখার এসএস মোহাম্মদ উজ্জল হোসেনের মাতা আজ ভোর পাঁচটায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

মরহুমার পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি ঘাসফুলের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। সেইসঙ্গে মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে তাঁর রূহের মাগফেরাত এবং নাজাত কামনা করছি।

ঘাসফুল-এর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলামের পিতা মাষ্টার আবুল ফজল ফরাজী আজ ভোর ৩:২০ টায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

মরহুমের পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি ঘাসফুলের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে তাঁর রূহের মাগফেরাত এবং নাজাত কামনা করছি।

আমরা শোকাহত

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল, নওগাঁ জোনে-পাঁজরভাঙ্গা শাখার ব্যবস্থাপক মোছাঃ জবা আক্তার এর পিতা গতকাল রাত ৯:৩০ টায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন ।

তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। মরহুমের পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি ঘাসফুলের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি এবং সেইসাথে মহান আল্লাহ'র দরবারে তাঁর রূহের মাগফিরাত এবং নাজাত কামনা করছি। রাব্বুল আলামীন যেন উনাকে জান্নাতবাসী করেন এবং পরিবারের সকলকে প্রিয়জন হারানোর শোক সইবার শক্তি দান করেন।

ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে মানব সম্পদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা মোঃ তৌহিদুল ইসলামের পিতা মোঃ ইদ্রিস আলম গতকাল রাত ১১:৩০ টায় চট্টগ্রাম ন্যাশনাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন ।

তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। মরহুমের পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি ঘাসফুলের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি এবং সেইসাথে মহান আল্লাহ'র দরবারে তাঁর রূহের মাগফিরাত এবং নাজাত কামনা করছি।

আমরা শোকাহত

রুরাল ওয়াশ প্রকল্পের সংবাদ

বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার, স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন ফর হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট (WASH) প্রকল্পের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

পিকেএসএফ, বিশ্বব্যাংক এবং এআইআইবি'র সহায়তায় বাস্তবায়িত "Bangladesh Rural Water Sanitation and Hygiene for Human Capital Development (WASH)" প্রকল্পের আওতায় ঘাসফুল জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

এই সময়কালে চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা জেলার ৭টি উপজেলা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ২টি উপজেলায় প্রকল্প এলাকায় মোট ১০৫টি জলাধারের মানোন্নয়নের জন্য "হাউজহোল্ড ওয়াটার লোন" এবং ৪৫৯টি টুইন-পিট টয়লেট নির্মাণ ও ২১টি এক-পিট টয়লেট টুইন-পিটে রূপান্তরের জন্য "হাউজহোল্ড স্যানিটারি লোন" প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১১৮টি "সুলভ" টয়লেট, ১৫০টি "বিলাস" টয়লেট, ৭৬টি "শোভন" টয়লেট এবং ১৩৬টি "শৌখিন" টয়লেট নির্মাণ করা হয়।

এছাড়াও, নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ স্যানিটেশন, হাত ধোয়ার অভ্যাস, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি, শিশুর যত্নে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ক মোট ৯১৬টি "হাইজিন প্রচার সেশন" আয়োজন করা হয়, যেখানে মোট ২০,৭০৪ জন অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে ১৭,৯৮৮ জন নারী ও ২,৭১৬ জন পুরুষ।

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত...

শেষ পৃষ্ঠার পর

ঘাসফুল মাইক্রোফিন্যান্স এন্ড ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশান প্রোগ্রামের ডেপুটি ম্যানেজার জনাব মো. আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৩ নম্বর ভাবিচা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মো. মামুনুর রশিদ। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সকল ইউপি সদস্য, গ্রাম পুলিশসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, যারা অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো. কহিনুর ইসলাম এবং সহকারী উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী আব্দুল্লাহ আল মারুফ, ডা. মো. ইমরান হোসেন, শিক্ষক, স্বাস্থ্য পরিদর্শকসহ ঘাসফুল নিয়ামতপুর শাখার সকল কর্মীবৃন্দ।

স্থানীয় অধিবাসিরা মনে করেন এধরণের আয়োজন শুধু প্রতিযোগিতামূলক চেতনাই নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সৌহার্দয ও ঐক্য বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ঘাসফুলের এই আয়োজন সকলের কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

পিকেএসএফ প্রতিনিধিদলের ঘাসফুল আরএমটিপি প্রকল্প পরিদর্শন...

শেষ পৃষ্ঠার পর

মান্দা উপজেলার ভারশো ইউনিয়নে জৈবসার উৎপাদন কেন্দ্র, দেলোবাড়ি বাজারের এগশপ, এবং গোপালপুর বাজারে ভ্যাকসিন হাব ও হালাল হাইজিন চেইনশপ ঘুরে দেখেন প্রতিনিধিদল। মহাদেবপুর উপজেলার চান্দাস ইউনিয়নে উদ্যোক্তাদের জন্য আয়োজিত সোশ্যাল মিডিয়া ভিত্তিক মার্কেটিং প্রশিক্ষণের উদ্বোধন শেষে নাটশাল গ্রামে হাঁসের হ্যাচারি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

প্রতিনিধিদল মাঠপর্যায়ের উদ্যোগগুলোকে যথেষ্ট কার্যকর এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ন বলে অভিহিত করেন। তারা প্রকল্প কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ উন্নয়নে গতি আনতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

পরিদর্শন শেষে ঘাসফুল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ প্রতিনিধিদল ঘাসফুল আরএমটিপি প্রকল্পের মাধ্যমে পোলট্রি শিল্পে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে নওগাঁ জেলার স্থানীয় অর্থনীতি ও বাজারে মূল্য সংযোজন নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান।

ঘাসফুল আরএমটিপি প্রকল্প পোলট্রি খামারি ও উদ্যোক্তাদের মানোন্নয়নে কাজ করছে, যা টেকসই পোলট্রি শিল্প গড়ে তোলার পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। পরিদর্শনে ঘাসফুলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ছিলেন।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২৪ বছর

নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরে ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় ২৩ ফেব্রুয়ারী নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ৩নং ভাবিচা ইউনিয়নে উৎসবমুখর পরিবেশে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল কৈশোর, প্রবীণ, যুব উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের সদস্যদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ প্রদান করা। ওয়ার্ড পর্যায়ে বাছাইপর্ব শেষে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় ১৮টি শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থী, কৈশোর, প্রবীণ ও যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের সদস্যসহ প্রায় ১,৫০০ জন প্রতিযোগী ৩৯টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৩৯টি ইভেন্টের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ১১৭ জন বিজয়ী নির্বাচন করা হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অভিজ্ঞ রেফারির তত্ত্বাবধানে প্রতিযোগিতার স্বচ্ছতা ও মান নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন থেকে সনদপ্রাপ্ত রেফারি মো. সিরাজুল ইসলাম এই প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

◢ বাকী অংশ ৩১তম পৃষ্ঠায় দেখুন

পিকেএসএফ প্রতিনিধিদলের ঘাসফুল আরএমটিপি প্রকল্প পরিদর্শন

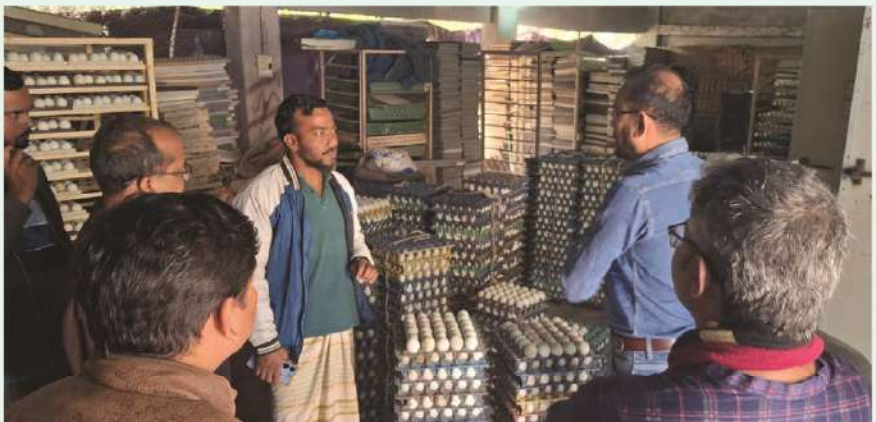

নওগাঁ জেলার পাঁচটি উপজেলা-সদর, মান্দা, মহাদেবপুর, পত্নিতলা এবং বদলগাছি-ভ্রমণ করে ঘাসফুল আরএমটিপি উপ-প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন পিকেএসএফ-এর প্রতিনিধিদল। গত ৫ ও ৬ জানুয়ারি দুই দিনব্যাপী এই পরিদর্শনে অংশ নেন পিকেএসএফ-এর সেক্টর ভ্যালুচেইন স্পেশালিস্ট ড. ফারুক আলম এবং আরএমটিপি প্রকল্পে ঘাসফুলের কনসার্ন পারসন জনাব শামসুল হুদা।

প্রতিনিধিদল পোলট্রি হ্যাচারি, এগশপ, হাঁসের খামার, পোলট্রি খামার এবং প্রকল্পের আওতাধীন অন্যান্য কার্যক্রম সরাসরি পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা উপকারভোগী খামারিদের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিজ্ঞতা, সাফল্যের গল্প এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন।

◢ বাকী অংশ ৩১তম পৃষ্ঠায় দেখুন

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
সাদিয়া রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, বাড়ি # ৬২, রোড # ০৩, ব্লক # বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম- ৪২১২, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯
মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫, ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org